SIO
WEST BENGAL
siowb

পলিসি ও প্রোগ্রাম
২০২৫-২৬

পলিসি ও প্রোগ্রাম

(২০২৫-২০২৬)

SIO
West Bengal

স্টুডেন্টস্ ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া

পশ্চিমবঙ্গ শাখা

১৪ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট (দ্বিতল), কলকাতা ৭০০০১৬

ফোন ০৩৩ ২২৬৪৫৯৫২, Website: www.siowb.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পলিসি ও প্রোগ্রাম (২০২৫-২০২৬)

মিশন

ঐশী পথনির্দেশ অনুযায়ী সমাজের পুনর্গঠনের জন্য ছাত্র ও যুবকদের তৈরি করাই হবে সংগঠনের মিশন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১) ছাত্র এবং যুবকদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা।

২) ছাত্র এবং যুবকদের মধ্যে দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞান ও চেতনার বিকাশ সাধন করা।

৩) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনযাপনের জন্য ছাত্র-যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

৪) সুকৃতির প্রসার ও দুষ্কৃতির উৎসাদনের জন্য ছাত্র-যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

৫) শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উন্নত নৈতিক শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা।

৬) সংগঠনের কর্মীদের সার্বিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, তাদের প্রতিভার বিকাশ সাধন এবং তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক হিসাবে গড়ে তোলা।

কাজের নিয়ম ও নীতি

১) এই সংগঠনের কাজের ভিত্তি ও মূল পথ-নির্দেশক হবে কুরআন এবং সুন্নাহ্।

২) এই সংগঠনের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড নৈতিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৩) এই সংগঠন তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক উপায় অনুসরণ করবে। জ্ঞানের প্রসার ও দ্বীনের প্রচারের জন্য সবরকম স্বীকৃত পন্থা অবলম্বন করবে। সংগঠন ঐ সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকবে যা সত্য, দায়িত্বশীলতা ও শান্তির পরিপন্থি এবং যা থেকে বিভেদ, দ্বন্দ্ব ও জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে।

ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা সমগ্র বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, প্রভু এবং শাসনকর্তা। তাঁর আইন কানুন বিশ্ব চরাচরে সর্বত্র বিরাজমান। কেউই তাকে উপেক্ষা করতে পারবে না। তিনি পৃথিবীতে মানুষকে বসবাসের জন্য প্রেরণ করেছেন। এটা হচ্ছে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র অংশ যেখানে তিনি মানুষকে বসবাসের জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি শক্তিতে ভূষিত করেছেন। তাদের ভাল-মন্দ নির্ণয় করার সক্ষমতাও দান করেছেন। বিশেষ মর্যাদাগত কারণে মনুষ্য জাতিকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র, অনন্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করতে চান তিনি। মানুষকে তার জীবনের যে সকল জায়গায় ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে সেখানে মানুষ যদি তাঁর সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনুগত থাকে, তাহলে তাকে তিনি চির শাশ্বত নেয়ামত, পুরস্কারে ভূষিত করবেন। মানুষ যদি সিদ্ধান্ত এবং কাজের ব্যক্তি স্বাধীনতার অপব্যবহারের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার অবাধ্যতা করেন, তাহলে তাকে এর জন্য কড়াই গন্ডায় হিসাব দিতে হবে।

বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টা যেভাবে মনুষ্য জাতিকে বৈষয়িক তথা জাগতিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়-সম্পদ প্রদান করেছেন, তদ্রূপভাবে তাঁর মহানুভবতা, বিজ্ঞতা এবং উদারতার অবশ্যম্ভাবী দাবি হল যে, তাঁর নির্দেশনায় তাদের জন্য রয়েছে পথনির্দেশনা (হেদায়াত)। এইজন্য, তিনি মনুষ্য জাতির মধ্য থেকে কিছু মহৎ ব্যক্তিকে বাছাই করে নিয়েছেন। তারা তাঁর উপরে গভীর প্রত্যয় রাখে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি থাকে অনুগত। তিনি তাদের তাঁর হেদায়াতনামা দিয়ে ধন্য করেছেন এবং তাদের কাঁধে সহ-অধিবাসীদের সঠিক পথ দেখানো, আল্লাহর দিকে আহ্বানের কর্মভার অর্পণ করেছেন যেন তারা উভয় জগতে সফলতা অর্জন করতে পারে। তারা যেন ইহকালে ভ্রান্ত চিন্তাধারা, মতাদর্শ এবং ভুল কাজ থেকে বেঁচে যায়। মৃত্যু পরবর্তী জীবনে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যায়।

আল্লাহর রাসূলদের বিভিন্ন জাতি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল যাতে তারা নিজেদের কাঁধে অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য পূরণ করতে পারে। তাদের সকলেরই একই মিশন ছিল - আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত পথ নির্দেশনা (হেদায়াত) ও জীবন বিধান অনুসরণ করা এবং অন্যদের সেটা অনুসরণের জন্য আহ্বান করা। যাই হোক, মানবজাতির উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের এই আহ্বানে সাড়া দেয়নি। এমনকি যারা তাদের ডাকে ইতিবাচকভাবে সাড়া দিয়েছিল, মুমিনদের একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল -তারাও ধীরে ধীরে পথভ্রষ্ট হয়। তাদের কাছে পাঠানো ঐশী নির্দেশনা এর অনুসারীদের দ্বারা অবহেলিত হয় নতুবা তাদের দ্বারা এগুলো বিকৃতি লাভ করে, অথবা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত, সংযোজিত-বিয়োজিত হয়ে যায়।

সবশেষে, মুহাম্মাদ (সা:) কে পূর্বের রাসূলদের ন্যায় একই দায়িত্ব অর্পণ করে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল। পূর্বের অন্যান্য নবী-রাসূলদের অনুসারী যারা ঐশী দিকনির্দেশনা থেকে বিচ্যুত হয়েছিল তাদেরসহ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে তিনি দ্বীনের প্রতি আহ্বান করেছিলেন। সঠিক পথ অর্থাৎ সিরাতাল মুস্তাকিমের দিকে আহ্বান করাই ছিল তাঁর মিশন। যারা তাঁর আহ্বান এবং জীবন দর্শন মেনে নিত সেসব বিশ্বাসীদের নিয়ে ‘মুসলিম উম্মাহ’ গঠন করাও ছিল তাঁর মিশন। এই মুসলিম উম্মাহ, একদিকে যেমন তারা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনে ঐশী দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে জীবন গঠনের দায়দায়িত্ব পালন করবে, ঠিক তেমনি তারা

অন্যদিকে, মনুষ্য জাতিকে সংস্কার এবং দ্বীনের পথ দেখানোর দায়িত্ব-কর্তব্যও পালন করবে।

যে সকল মহান মানব-আত্মা রাসূলের (সা:) আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল তাদের জীবনে উন্নততর পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তাদের ব্যক্তিত্ব-চরিত্রে, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণে উৎকর্ষতা এসেছিল। সাধিত হয়েছিল তাদের নৈতিক মূল্যবোধের মানদণ্ডের ও গুণগত পরিবর্তন। আল্লাহর রাসূলের (সা:) নেতৃত্ব ও প্রশিক্ষণে, তারা ধর্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও সজ্জন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তারা যে ঐশী মতাদর্শ জীবনে গ্রহণ করেছিল তার ফলে যে ধরনের দয়া-মায়া, মহানুভবতা, উৎকর্ষতা ও স্বতন্ত্রতা অর্জন করেছিল বিশ্ব তা উপেক্ষা করতে পারেনি! তাদের জীবনের গুণগত মান পরিবর্তন দেখে জনগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

তাদের ব্যক্তিগত জীবনে এ ধরনের গুণগতমানের উন্নতি-বিকাশ জন্ম দিয়েছিল একটা শুভ্র সুন্দর, ন্যায়পূর্ণ সমাজ। প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একটি দৃষ্টান্তমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে সমস্ত কার্যাবলী আল্লাহর ঐশী প্রত্যাদেশ, দিক-নির্দেশনা, জীবন দর্শন অনুসারে পরিচালিত হত। মনুষ্যজাতি খুঁজে পেয়েছিল তাদের জীবনের কঠিন কঠিন সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার সমাধান, দুঃখ যন্ত্রণার প্রতিকার, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তি। আত্মপ্রকাশ করেছিল অনাগত সময়ের জন্য অনুসরণীয় নমুনা, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন নির্বাহ ও প্রশিক্ষণের স্বচ্ছ সফল রূপরেখা।

সুতরাং, আল্লাহর রেসালাতের ধারার সর্বশেষ ঐশী বার্তাবাহক, হজরত মুহাম্মাদ (সা:) যে জীবন দর্শন, বিধান মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন তা দিয়ে মানবজাতির জটিল জটিল সমস্যার সমাধান সর্বোৎকৃষ্টভাবে করা সম্ভব। তা দিয়ে বর্ণ গোত্র, নারী-পুরুষ, জাতি গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের জন্য ইনসাফ, ঐক্য, সদাচার, কল্যাণ এবং উন্নতি বিকাশের সহায়ক সুযোগ-সুবিধা মানুষকে প্রদান করা হয়েছে। জীবন বিধানের নাম হচ্ছে 'ইসলাম'। বৃহত্তর অর্থে আমাদের প্রিয় দেশ ভারতসহ বিশ্ব মানবতা আজ যে-সব বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার সমাধানের সর্বোত্তম গঠনমূলক পথ ও পন্থা দিতে সক্ষম ইসলাম।

স্টুডেন্টস্ ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া (SIO)-র প্রতিষ্ঠা, গঠনের মূল উদ্দেশ্যই হল ন্যায়পূর্ণ সমাজ তৈরি করা। দেশের উন্নতি-প্রগতিতে অবদান রাখার জন্য মুসলিম ছাত্র-যুবকদের সুসজ্জিত করে গড়ে তোলা। সংগঠন এটাও সুনিশ্চিত করতে চায় যে, তাদের বিবেক ও বুদ্ধি সুস্থভাবে বিকশিত হোক। আমাদের দেশের অন্যায়-দূরাচার উৎপাটন করে ন্যায়, ভাল কিছুর বিকাশের জন্য তাদের যাবতীয় শক্তি পরিচালিত হোক। এ সমস্ত যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং পরকালে তাঁর রেজামন্দি হাসিল করা।

কেন্দ্রীয় সভাপতির ডেস্ক থেকে

প্রিয় ভাই,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

আল্লাহ তাআলার করুণা ও নেয়ামতে SIO-র চমকপ্রদ কাফেলার ২২তম মিকাত শুরু হচ্ছে। ৪২ বছর ধরে হাজার হাজার ছাত্র ও যুবকদের জীবন ঐশী পথনির্দেশনার আলোকে প্রজ্বলিত করেছে। সংগঠন অসংখ্য বাড়ি, এলাকা, শিক্ষাঙ্গন, শিক্ষা, একাডেমিয়া এবং জাতি নির্মাণ ও জাতির কল্যাণে অমোচনীয় চিহ্ন রেখেছে। আল্লাহর অশেষ রহমতে, এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের সংগঠনের পূর্বের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের ত্যাগ, কুরবানি ও সীমাহীন প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তাদের অবদানের কারণে আজ আমরা এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছি।

প্রিয় বন্ধুরা!

SIO চায় "ঐশী পথ নির্দেশনার আলোকে সমাজের পুনর্গঠনের জন্য ছাত্র যুবদের তৈরি করতে।" এই প্রস্তুতির মূল ভিত্তি নিহিত রয়েছে আমাদের মহান রবের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে। আমাদের অবশ্যই আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসুলের সঙ্গে গভীর ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে কারণ এগুলো আমাদের আন্দোলনের মূল ভিত্তি গড়ে তোলে। এভাবে আমাদের পলিসি আমাদের আবশ্যিক করণীয় (ফরজ কাজ) কাজের সঙ্গে গভীরভাবে একাত্ম হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকে এবং কুরআনের সঙ্গে আমাদের মজবুত সম্পর্ক গঠনের কথা বলে। আমাদের সাংগঠনিক পরিবেশ-পরিমণ্ডল যেন কুরআনিক পরিবেশের নির্যাস প্রতিফলন ও ধারণ করে।

কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদ (CAC) দ্রুত সদস্যপদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর গভীর উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে। এই সংগঠনের ছায়াতলে হাজার হাজার ছাত্র ও যুবকদের একত্রিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের প্রভাব বলয়কে আরও সুবিস্তৃত করা দরকার। সাংগঠনিক ও কর্মী শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক পলিসি ও প্রোগ্রামের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশেষত যে সমস্ত স্থানে আমাদের সাংগঠনিক শক্তি কম সেখানে জোর দেওয়া হয়েছে। এটা আমাদের পক্ষ থেকে গতিশীল ও সক্রিয় পদক্ষেপ প্রত্যাশা করে।

কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদ (CAC) বর্তমান সমসাময়িক প্রজন্ম যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে সে সম্পর্কে এবং মুসলিম জাতির অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছে। আধুনিক জীবন পদ্ধতি ছাত্র ও যুবকদের একটি প্রজন্মকে ঠেলে দিয়েছে - দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতা, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার দাস, বস্তুবাদ এবং বিলাসিতার অতল গহ্বরে। উপরন্তু, যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন - এই বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আচরণ ও ব্যবহারগত ভারসাম্যহীনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এমন কি এটা যৌনতা সম্পর্কিত অনৈতিকতা এবং মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা যুব সমাজের মধ্যে তৈরি করেছে।

এ ধরনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে একটি নতুন পলিসি গ্রহণ করা হয়েছে। এই পলিসি শালীনতা ও নৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে চায়। একটি আবশ্যিক দাওয়াতি ন্যারেটিভ গড়ে তুলতে চায়, বাস্তবমুখী দিকনির্দেশনা প্রদান করতে চায়। উল্লিখিত পারিপার্শ্বিকতাকে নজরে রেখে সংগঠন প্রাসঙ্গিক কিছু প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে চায় যাতে করে সেগুলো যথাযথভাবে অ্যাড্রেস করা যায়।

এ দেশের মুসলিমরা গুরুতর ভয়-ভীতির সামনে দাঁড়িয়ে। বিশেষত পরিকল্পিত ও নিয়মতান্ত্রিক নানান উদ্যোগের মধ্য দিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় মুছে ফেলার চেষ্টা

চলেছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট (নাগরিক আইন), ওয়াকফ বিল, বুলডোজার পলিসি এবং আরও অনেক কিছু। এগুলো আমাদের নিকট বিশেষ এবং সজাগ মনোযোগের দাবি রাখে। ভারতে মুসলিম কমিউনিটির সামনে বিরাজমান বিশেষ চ্যালেঞ্জগুলো যথাযথভাবে সঠিক আঙ্গিকে উপলব্ধি করা, সে সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং দেশের ছাত্র-যুব সমাজকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করা সময়ের দাবি যাতে করে তারা ইসলামের মূলনীতির আলোকে ন্যায়ের পক্ষে সক্রিয়ভাবে লড়াই সংগ্রাম করে।

দাওয়াতি কাজের আবশ্যকতা পূরণের পাশাপাশি, সক্ষমতা নির্মাণ একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেমন ইসলামিক চিন্তাধারা, শিক্ষা, শিক্ষাঙ্গন জীবন, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি, পরিবেশ এবং আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোতে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ প্রয়োজন।

বন্ধুরা! জীবনে এই ভিসনকে নিয়ে আসতে হলে, আমাদের সকল সদস্য এবং সহকর্মীদের অবশ্যই একত্রে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। আসুন আমরা আল্লাহর উপর আস্থা রাখি, আমাদের এই দ্বীনি কাফেলাকে সঠিক অভিমুখে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বত্র প্রচেষ্টা করি। কারণ একমাত্র আল্লাহই আমাদের সাহায্য ও সফলতার নিশ্চয়তা দিতে পারে।

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং - ১২৬)

ওয়াস সালাম
মুহাম্মাদ আব্দুল হাফিজ
কেন্দ্রীয় সভাপতি
স্টুডেন্টস্ ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া
৯ই রজব ১৪৪৬, ৮ই জানুয়ারি, ২০২৫

পলিসি ও খসড়া

সংগঠনের কর্মীরা আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বিষয়কে সবচাইতে বেশি অগ্রাধিকার প্রদান করে আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও সামগ্রিক আত্মশুদ্ধির (তাযকিয়া) জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। এজন্য মৌলিক তথা ফরজ কাজের প্রতি এবং কুরআনের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের উপর বিশেষ মনোযোগ প্রদান করবে। এ বিষয়ে, সংগঠন সামষ্টিক পরিবেশ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

মহান আল্লাহ এবং তাঁর নবী (সা:)-র সঙ্গে গভীর সম্পর্ক এবং আখেরাতের চিন্তার জবাবদিহির চেতনা ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়া) এবং উন্নয়নে (তরবিয়ত) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইবাদত-বন্দেগি, বিনয় ও বিনম্রতার সাথে স্বলাত আদায় এবং পবিত্র কুরআনের সাথে ঐকান্তিক সম্পর্ক (Passion) - তাযকিয়ার জন্য অবিচ্ছেদ্য ও অত্যাবশ্যক।

আত্মশুদ্ধির ফলাফল আমাদের দেহের সাথে সাথে আমাদের হৃদয়-মনের সকল বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগময় স্থানেও দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত। উপরন্তু, তাযকিয়ার ফলাফল বা প্রভাব আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা বিভাগে স্পষ্টত দৃশ্যমান হওয়া উচিত। এমনভাবে হতে হবে এটা যেন বিশ্বাস-প্রত্যয় মজবুত করা, হৃদয়-মনের পরিশুদ্ধতা, চেষ্টা-প্রচেষ্টায় ধারাবাহিকতা, ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধন, চরিত্রের উৎকর্ষতা এবং মেধা ও যোগ্যতার বিকাশ সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীতার উপর চিন্তা করা, অত্যধিক প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকা, প্রদর্শন (রিয়া) ও কপটতা(নেফাক) থেকে বাঁচার পাশাপাশি আল্লাহর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য দুআ, যিকির-আযকার, তওবা-ইস্তেগফার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর পথে জিহাদ তাযকিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে সেটা যেখানে দেহ ও মনের চাহিদা সমূহের সঠিক উপলব্ধি এবং উভয়ের মধ্যে নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রাখা হয়। যেখানে দেহের চাহিদার উপরে আত্মার চাহিদাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্যকর পারস্পরিক সম্পর্ক, আত্ম-সমীক্ষা এবং সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে সাহচর্য (Companionship) আত্মশুদ্ধির জন্য খুবই প্রয়োজন। সমসাময়িক বিশ্বে তরুণ প্রজন্মের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ধরনের মনস্তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক (practical) সংকট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং চিন্তা-ভাবনা এবং ভিশন (vision) -এর সমন্বয়, জীবনের উদ্দেশ্য, শিক্ষাগত মান এবং বিভিন্ন আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপর অধিকতর নজর দেওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তির তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধির জন্য সংগঠনের দায়িত্ব হচ্ছে সমষ্টিগত পরিবেশ এবং প্রেষণার পরিমহল গড়ে তোলা।

এসআইও ছাত্র এবং যুবকদের মাঝে লজ্জাশীলতা এবং নৈতিক অনুভূতির বিকাশ সাধন করবে। সংগঠন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবন বোধ থেকে তৈরি হওয়া নানান মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এবং যৌন অনৈতিকতার (Sexual Immorality) বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাস্তবমুখী প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

হায়া (লজ্জাশীলতা) ইসলামের একটি বুনিয়াদি মূল্যবোধ। লজ্জা এবং নৈতিক অনুভূতি এমনই গুরুত্বপূর্ণ সদ্গুণ যা ব্যক্তি চরিত্র এবং সমাজকে গঠন করে থাকে। আধুনিক বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি - যেখানে আত্মকেন্দ্রিক স্বাধীনতা ও বস্তুবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে, আজ তা চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমাদের সামনে উঠে এসেছে। বিশেষত যৌন অনৈতিকতা (Sexual Immorality) এবং নানা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা তৈরি করেছে। এসব চ্যালেঞ্জগুলো আধুনিক মিডিয়ার প্রভাব, পরিবর্তনশীল সাংস্কৃতিক রীতিনীতি এবং নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে আরও গতি পেয়েছে। বিশেষ করে যুবক ছেলেরা দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং নৈতিক বিকৃতির মুখোমুখি হচ্ছে। কারণ তারা এসব চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা অনৈতিক আচরণ এবং মানসিক ও স্বাস্থ্য সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

একটা ইসলামিক সংগঠন হিসাবে, এসআইও ইসলামিক নৈতিক মূল্যবোধের উপর নির্মিত জীবনবোধের দিকে ছাত্র ও যুব সমাজকে আহ্বানের গুরুদায়িত্ব উপলব্ধি করে। সংগঠন আধুনিক বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গির দার্শনিক সীমাবদ্ধতাগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আলোচনায় অংশ নেবে। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত আচরণ এবং নীতি-নৈতিকতার উপর এর প্রভাব সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করবে। যখন ছাত্র-যুবরা বর্তমান সাইবার দুনিয়ার জটিলতা, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে সে সময়ে SIO নৈতিক আচরণ, সমৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের চেষ্টা করবে। এটা অর্জনের জন্য, সংগঠন প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলার উপর দৃষ্টি দেবে এবং সংলাপ ও সহযোগিতার জন্য প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে।

সংগঠনের কর্মীরা ব্যক্তিগত অধ্যয়ন, অধ্যবসায় এবং চিন্তা ফিকিরের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আদর্শিক উন্নয়ন তথা উৎকর্ষতা ও আত্মশুদ্ধির (তাযকিয়া) জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এই লক্ষ্যে, সংগঠন সামষ্টিক পরিবেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করবে।

ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক - আদর্শিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও আত্মশুদ্ধির (তাযকিয়া) জন্য অধ্যয়ন, অধ্যবসায় এবং চিন্তা ফিকির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করে। ভাসা ভাসা উপলব্ধির পরিবর্তে গভীর অধ্যয়ন এবং সুসংগত চিন্তা-ফিকির বিশ্ব সংস্কারের জন্য একান্তই প্রয়োজন। এসআইও ছাত্র সমাজের মধ্যে এবং বিশেষভাবে তার কর্মী বাহিনীর মধ্যে গভীর অধ্যয়ন এবং চিন্তা-ফিকিরের জন্য সংস্কৃতি পরিচর্যার চেষ্টা করবে, যেন তাদের জ্ঞানের গভীরতা ও আদর্শিক দৃঢ়তা তৈরি হয়।

অধ্যয়ন, তা বই থেকে হোক কিংবা বিশ্বপ্রকৃতি, চিন্তা-ফিকির বা বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা হোক- এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে, কুরআন, হাদিস এবং সিরাত অধ্যয়ন অপরিহার্য। কুরআনের সাথে সম্পর্ক তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। মুখস্তকরণ (হিফজ), চিন্তা-ফিকির (তাদাব্বুর), আমল এবং কুরআনের শিক্ষা অন্যদের কাছে পৌঁছানোর (দাওয়াতে কুরআন) - মধ্য দিয়ে সেটা সামনে এগিয়ে যায়। অনুরূপভাবে, ধারাবাহিক সিরাত অধ্যয়ন ও চিন্তা-ফিকিরের মধ্য দিয়ে, একজন মুমিন বুদ্ধিবৃত্তিক তীক্ষ্ণতা এবং ব্যবহারিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয় রসদ অর্জন করে। উপরন্তু ইসলামী আন্দোলনের বুনিয়াদি আদর্শ গভীরভাবে উপলব্ধি করার প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে। ভাষা এবং সাহিত্যের উন্নত জ্ঞান ব্যক্তির অধ্যয়ন পিপাসা, বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতা, বিজ্ঞতা

এবং অভিব্যক্তির উদ্ভব ঘটায়। নিজ সত্তা এবং মহাবিশ্ব নিয়ে চিন্তা ফিকির ব্যক্তিকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির উপলব্ধি এবং হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জনে সাহায্য করে।

ইসলামী চিন্তাধারার আলোকে, মূল বিষয়বস্তুর প্রস্তুতি, উৎকর্ষ সাধন এবং প্রচার ও প্রসারের উপর ফোকাস রেখে এসআইও আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে ইসলামী অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত এবং চিন্তাধারা (ন্যারেটিভ) তৈরি ও উন্নয়নের প্রচেষ্টা করবে।

প্রত্যেক চিন্তাধারা ও আদর্শ এক বিশ্ব দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। জীবন এবং অস্তিত্ব সম্পর্কে ইসলামেরও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে; সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সারা দুনিয়া জুড়ে প্রভাবশালী চিন্তা দর্শন এবং আদর্শগুলোর বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। উল্লিখিত দায়দায়িত্ব পালন করার বোধশক্তি ও কর্মদক্ষতাগত উন্নয়নের পাশাপাশি সংগঠনের কর্মীদের ইসলামী চিন্তাধারার জগতে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং গবেষণার তাগিদ ও প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

একদিকে ইসলামী চিন্তাধারার গভীর বোঝাপড়ার বুনিয়াদি উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ সহ ইসলামী জ্ঞানের পরম্পরা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা জারি রাখতে হবে। অন্যদিকে, সমসাময়িক সমাজ, ভাষা এবং বহু চর্চিত বিষয়কে (ডিসকোর্স) গভীরভাবে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে প্রভাবশালী চিন্তাধারা এবং মতাদর্শকে আরও ভাল করে উপলব্ধি করে ইসলামের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত এবং ন্যারেটিভকে উন্নত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

এসআইও ছাত্রসমাজ এবং যুবকদের দেশবাসী ভাইদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে এবং দ্বীনের দা'য়ি সুলভ চরিত্র (দা'য়িয়ানা কিরদার) গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাবে।

মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত পরিচয় জনগণকে তাদের স্রষ্টার সাথে পরিচয় করে দেওয়ার আহ্বানের মধ্যে নিহিত রয়েছে। দ্বীনের এই বুনিয়াদি দায়িত্ব কর্তব্য পূরণের লক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহকে তাদের করণীয় সম্পর্কে জেনে নিতে হবে এবং তাদের কাজ ও কথার মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রকৃত চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। সুতরাং, ছাত্রসমাজ এবং যুবকদের মধ্যে দ্বীনের দা'য়ি সুলভ চরিত্র (দা'য়িয়ানা কিরদার) গড়ে তুলতে হবে, যেন তাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত গতিবিধির মধ্য দিয়ে দা'ওয়াতি দৃষ্টিকোণ ও প্রতিচ্ছবি স্পষ্টভাবে সু-প্রকাশিত হয়। সর্বোপরি তারা সকল ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস, একনিষ্ঠতা, বিজ্ঞতা, হিকমত, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ব্যবহারিক উদ্যোগ ও প্রস্তুতির সাথে ইসলামের উপস্থাপনা করবে।

সাম্প্রতিক সময়ে, ঘৃণা-বিদ্বেষের প্রোপাগান্ডা ও বিতৃষ্ণার মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদের বাতাবরণ গড়ে তোলার সংগঠিত এবং পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং সামাজিক শ্রেণির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা জরুরি। বিদ্বেষের পরিবেশ দূর করে পারস্পরিক আস্থা, সহযোগিতা, প্রেম-প্রীতি ও সহানুভূতির পরিবেশ গড়ে তোলা উচিত। এ ধরনের গৃহীত কর্মসূচি দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্র ও পরিবেশকে আরও সমৃদ্ধ এবং উন্নত করবে।

দেশে বিরাজমান সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে, এসআইও জনগণের সম্মুখে ইসলামী জীবনদর্শনের বাস্তব সত্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরবে।

ইসলামী জীবন দর্শনের সত্যতা পেশ করার সময়, আহ্বানকৃত (যাদেরকে দা'ওয়াত দেওয়া হচ্ছে) ব্যক্তিদের বিশেষ সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে দেখতে হবে। আমাদের এই চূড়ান্ত বাস্তবতার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে যে, আমাদের সকল ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং সামষ্টিক কর্মধারার ফলস্বরূপ আমন্ত্রিতরা (আহ্বানকৃত ব্যক্তিরা) বুঝতে পারে ইসলাম তাদের জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন, দুনিয়াবী সফলতার একমাত্র সুনিশ্চিতকারি গাইড এবং পরকালে মুক্তির একমাত্র জীবন দর্শন।

দা'ওয়াতি কাজের ব্যাপারে ব্যবহারিক বিভিন্ন চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ ছাড়াও অ্যাকাডেমিক সার্কেলে এবং বিশেষভাবে শিক্ষাঙ্গনে ইসলামী মতাদর্শের ডিসকোর্স (বহুল চর্চিত বিষয়) গড়ে তুলবে। উপরন্তু, ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে উপলব্ধি ও জানার জন্য অ্যাকাডেমিক এবং গবেষণাধর্মী কাজও আবশ্যক যা কাঙ্ক্ষিত দা'ওয়াতি কাজের জন্য সহায়ক হবে।

এসআইও ছাত্র সমাজ ও যুবকদের শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সক্ষমতা তৈরির ব্যাপারে বিশেষ প্রচেষ্টা চালাবে।

যেকোনও সামাজিক আন্দোলনের সফলতার জন্য প্রয়োজন উচ্চ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপস্থিতি যারা ক্ষমতার কেন্দ্রে অনন্য অবস্থান ধারণ করবে। বিশেষত শিক্ষা, অর্থ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্ষমতা তৈরি করা বৃহত্তর তাযকিয়ার ধারণার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই দৃষ্টিকোণে, এসআইও প্রয়োজনীয় ওরিয়েন্টেশন, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য উপায়-উপকরণ সরবরাহ করে নিজস্ব কর্মীবাহিনী এবং সম্প্রদায়ের ছাত্র ও যুবসমাজের সক্ষমতা গড়ে তুলবে। সাথে সাথে তাদের ব্যক্তিত্বে কল্যাণের মেজাজ জাগিয়ে তুলবে। সুপ্ত প্রতিভা শনাক্ত করে তা পরিচর্যা ও সদ্ব্যবহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। উল্লিখিত কার্যাবলীর মাধ্যমে সৃষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মূলধন (সক্ষমতা) ইসলামী আন্দোলন এবং সমাজের জন্য অমূল্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে।

সমাজের শিক্ষাগত উন্নয়ন বিভিন্ন শৃঙ্খলা ও চিন্তাধারার ধারাবাহিক সংযোগ, সংযুক্তির উপর নির্ভর করে। এই লক্ষ্যে, ছাত্রদের জন্য এটা আবশ্যিক যে, তারা তাদের অ্যাকাডেমিক জার্নির বিভিন্ন পর্যায়ে টেকনিক্যাল দক্ষতা ও পেশাদার দিকনির্দেশনা (ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং) অর্জন করবে। এগুলো তাদের অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষতা অর্জনে সহায়তা প্রদান করবে।

সংগঠন সকল স্তরে ফ্রেমিং অ্যাকাডেমিয়ার (Framing Academia) প্রকল্প ও কর্মসূচি সূচনার মাধ্যমে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে দিকনির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা বদ্ধমূল করার লক্ষ্যে শিল্পোদ্যোগের (Entreprenuership) মেজাজ ও প্রতিভা বিকশিত করা প্রয়োজন। স্বনির্ভরশীলতার সহায়ক কেন্দ্র (Incubation Centre), চেম্বার অফ কমার্স, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীসহ (Self-help groups) বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে।

রাজনীতি ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি তথা অভিমুখ নির্বাচন এবং

দলীয় রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞের ঘেরাটোপে আটকে পড়েছে। রাজনীতি নামক জটিল ক্ষেত্রের এই ধরনের দৃষ্টিকোণ অত্যন্ত সংকীর্ণ। এ ক্ষেত্রে সমাজে ক্ষমতার বিভিন্ন কেন্দ্র, রাজনৈতিক এজেন্ট এবং প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্তি ও সংযুক্তের সুবিস্তৃত ধারণা নিয়ে রাজনীতিকে অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারো পক্ষাবলম্বন, অ্যালাইন্স (alliance) তৈরি করা, জনমত তৈরি এবং সর্বোপরি প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞের পথ ও পন্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের স্কিল উন্নয়নের ব্যাপারে সচেতনতার সাথে ফোকাস করা প্রয়োজন। সক্ষমতা নির্মাণ এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভা বিকাশ আমাদের প্রভাব বলয় ক্রমবৃদ্ধির জন্য আবশ্যক।

এসআইও তার কার্যগত, সংস্কৃতি এবং সাংগঠনিক কাঠামো এমনভাবে সুসজ্জিত করবে যেন এর মধ্য দিয়ে প্রত্যাশিত উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মচেষ্টায় বৃহৎ সংখ্যায় ছাত্র যুবদের অংশগ্রহণ করানো যায় এবং কর্মী বাহিনীর প্রতিভা, সক্ষমতার কার্যকরী ব্যবহারের পথ ও পন্থা তৈরি হয়। এই উদ্দেশ্যে সংগঠন নোডস্ (Nodes) এবং ফোরামস্ (Forums) এর সম্ভবনা ও সুযোগ অনুসন্ধান করবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্বাচিত কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করবে।

নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য, এসআইও তার সাংগঠনিক কাঠামো ও উপস্থাপনার ধরন-প্রকৃতিতে সামগ্রিকতার ধারণার বিস্তৃতি ও উন্নত করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে, অধিষ্ঠিত নোডস্ (ব্যক্তিগত/দলবদ্ধ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত গ্রুপ, মঞ্চ, ফোরাম, ক্লাব ইত্যাদি) – এর সাথে সংযোগের মাধ্যমে এবং নতুন নোডস্ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংগঠন সামাজিক প্রভাব বিস্তারের বলয় কে উন্নত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে ।

বুনিয়াদি সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং কাঠামোকে ব্যাহত না করে জোন এবং ইউনিট (স্থানীয় শাখা) তাদের সক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে এ ধরনের পন্থা ও কৌশল অবলম্বনের প্রচেষ্টা করবে। সংগঠনের কর্মীরা নিজেদের সক্ষমতা, আগ্রহ-উদ্দীপনা, ঝোঁক-প্রবণতার উপর ভিত্তি করে, নোডস্-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন, অনুকূলিত (personalized) ও উৎপাদনমুখী (productive) কাজের উপর দৃষ্টি প্রদান করবে। উপরে বর্ণিত পন্থার মাধ্যমে সংগঠন প্রাণপণ চেষ্টা চালাবে যাতে সংগঠনের বিভিন্ন লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনে সামাজিক মতবিনিময় বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ ছাত্র যুব সমাজ বৃহৎ সংখ্যায় জুড়ে যায়।

এসআইও আধিপত্যশীল জ্ঞান, শিক্ষা ও শিক্ষাবিজ্ঞান দর্শনের ব্যাপারে বস্তুনিষ্ঠভাবে কাজ করার চেষ্টা করবে। এই উদ্দেশ্যে, সংগঠন কিছু নির্বাচিত ছাত্র এবং প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় জ্ঞান এবং শিক্ষার ইসলামী দর্শনের কাঠামো গঠন, উৎকর্ষ সাধন এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

জ্ঞান এবং শিক্ষা দর্শনের ব্যাপারে ইসলামের নিজস্ব চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিকোণ রয়েছে, যা জীবন এবং সত্তা সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণার সম্প্রসারিত রূপ হিসাবে দেখা যায়। একটি আদর্শিক সংগঠন হিসেবে, আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব এই দাঁড়ায় যে প্রচলিত শিক্ষা ও শিক্ষাবিজ্ঞান ব্যবস্থাপনার বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করে ইসলামী বুনিয়াদি উসুলের আলোকে জ্ঞানের পুনর্গঠন করা। সুতরাং, ইসলামী উসুলের ভাবধারায় জ্ঞানের পুনর্গঠনের জন্য

বিভিন্ন গবেষণা এবং অ্যাকাডেমিক উদ্যোগকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে দেখতে হবে। সংগঠন এই কাঙ্ক্ষিত কাজের প্রয়োজনে অনুকূল পরিবেশ এবং ব্যক্তিদের প্রস্তুত করার চেষ্টা করবে। কর্মীদেরও তাদের শিক্ষাজীবনে এই ধরনের গবেষণা ও অ্যাকাডেমিক উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে। সংগঠন জ্ঞান এবং শিক্ষার ইসলামী দর্শনকে প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোতে চর্চার বিষয়বস্তুতে (Discourse) পরিণত করার জন্য ব্যক্তিদের সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থন করবে।

এসআইও শিক্ষাক্ষেত্রে সমতা, সহজলভ্যতা এবং গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে। এই উদ্দেশ্যে সংগঠন সরকারের শিক্ষানীতিকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা করবে। এসআইও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, ইতিহাসের বিকৃতকরণ ও পাঠ্যপুস্তকে অন্যান্য বিকৃতির মতো বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দেখবে।

আমাদের দেশে অর্থনৈতিক, রাজ্যনৈতিক এবং সামাজিক পরিসরের সাথে সাথে শিক্ষাক্ষেত্রেও সুবিচারের জন্য লড়াই-সংগ্রাম করতে হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম, প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অত্যাচার এবং অবিচার, উচ্চশিক্ষা থেকে তাদের দূরে রাখার পরিকল্পিত সর্বাত্মক প্রচেষ্টা জারি আছে। মাতৃভাষায় অসহজলভ্য শিক্ষাব্যবস্থা এবং তাদের জন্য সমান ও গুণগত শিক্ষার অনুপস্থিতি আজও সমানভাবে চলছে। অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতার পরিবেশ ছাত্র সমাজের উপর গভীর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। একটি সুন্দর ও উত্তম সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের স্বার্থে এ সকল ইস্যুকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে।

অনুরূপভাবে, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধকে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয় না। এই কারণেই নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত উপকরণগুলো শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সুসংহত ও সংগঠিত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে শিক্ষার পলিসি ও পাঠক্রমে ঘৃণা-বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা ও বিশেষ সংস্কৃতি আদর্শকে লালন করা হচ্ছে। উল্লিখিত বিষয়কে সামনে রেখে এসআইও শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন চর্চিত বিষয় (ডিসকোর্স) সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করবে এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ও পলিসিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে। সাথে সাথে সংগঠন তার কর্মীবাহিনীকে শিক্ষার পাঠক্রম সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন ও উপলব্ধির দিকে উজ্জীবিত করবে।

এসআইও তার কর্মসূচিতে সুবিস্তৃত অভিমুখ গ্রহণ করে, বিশ্ববিদ্যালয় ও পেশাদার শিক্ষাঙ্গনে উন্নত ও নৈতিক এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে চেষ্টা করবে। সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাঙ্গন, সংস্কৃতি, অ্যাকাডেমিক ডিসকোর্সের ধারণায় ছাত্র-সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

ইসলামী সংগঠনের কাজের মূল ক্ষেত্রগুলির অন্যতম একটি হচ্ছে শিক্ষাঙ্গন। সংগঠন সামাজিক পরিবর্তনের যে স্বপ্ন দেখে, তা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় এবং পেশাদার (Professional) কলেজগুলোতে আমাদের অ্যাকাডেমিক এবং আদর্শিক প্রচেষ্টার উদ্যোগ নিতে হবে। এই লক্ষ্যে, এসআইও সুবিস্তৃত কাজের অভিমুখ নির্ধারণ করে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে বিরাজমান অ্যাকাডেমিক ডিসকোর্স এবং শিক্ষাঙ্গনের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে। সংগঠন ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি মাথায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা, জ্ঞান ও শিক্ষাঙ্গন সম্পর্কিত ধারণার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলবে।

এসআইও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ (তরবিয়ত), সাহিত্য ও সংস্কৃতি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ইসলামি নৈতিক মূল্যবোধের উপর ভর করে শিক্ষাঙ্গনগুলোর প্রচলিত সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে। এই উদ্দেশ্যে, পেশাদার (Professional) এবং STEM (Science, Technology, Engineering & Math) প্রতিষ্ঠানের উপর বিশেষ নজর প্রদান করবে। তাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের প্রতি নজর দেওয়া এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের ধরন-প্রকৃতিতে উন্নয়ন করা অতীব প্রয়োজন।

জ্ঞান এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষাঙ্গনগুলোতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ অত্যাবশ্যক। এসআইও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমতা, ইনসাফ এবং গুণগত মান সুনিশ্চিত করতে ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনরুদ্ধারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। আদর্শিক দৃষ্টিকোণ নির্মাণ করে, এসআইও বিভিন্ন শিক্ষা এবং ক্যাম্পাস সম্পর্কিত ইস্যুর প্রতি সম্বোধন করবে এবং সে সমস্ত ইস্যুগুলোকে নিরসনের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান সকল সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করবে।

এসআইও দ্বীনি মাদ্রাসার ছাত্র এবং স্নাতকদের প্রতি বিশেষ নজর প্রদান করবে এবং তাদের কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করবে। সংগঠন তাদের মেধার বিকাশ সাধন করার চেষ্টা করবে যাতে করে তারা সামাজিক ইস্যুতে সম্পৃক্ত হতে পারে। এর পাশাপাশি, উপমহাদেশের সমুন্নত ইসলামিক বুদ্ধি ভিত্তিক পরম্পরায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করবে।

ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিহাসে দ্বীনি মাদ্রাসা একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসাবে জ্বলজ্বল করছে। দ্বীনি মাদ্রাসার ছাত্রসমাজ মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য মানবসম্পদ। সংগঠন মাদ্রাসা ছাত্রদের মেধা ও প্রতিভা ব্যবহার করে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করবে। সমাজ ও মিল্লাতের উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনে তাদের সক্ষমতা প্রদান করে সমাজ ও সামাজিক ইস্যুতে যুক্ত করার প্রচেষ্টা করা হবে। এই উদ্দেশ্যে, ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট দ্বীনি মাদ্রাসার ছাত্রদের উপর বিশেষ ফোকাস দেওয়া হবে। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস এক মূল্যবান বুদ্ধিবৃত্তিক ফকীহ ও সম্মানিত বিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তিদের পীঠস্থান। এই বুদ্ধিভিত্তিক ঐতিহ্য ইসলামি পাণ্ডিত্য চর্চার ১৪০০ বছর ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। এ ধরনের চর্চার পরম্পরায় অংশগ্রহণ করা এবং উপকৃত হওয়াও সংগঠনের প্রচেষ্টার একটি অংশ হবে।

এসআইও সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র ও যুব সমাজকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে। এজন্য সংগঠন মুসলিম, প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষার জন্য সামষ্টিক প্রচেষ্টা চালাবে।

বিগত কয়েক বছরে, মুসলিম সম্প্রদায় এবং অন্যান্য প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, সামাজিক ও নাগরিক অবস্থা দুর্বল করে তুলতে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার মাধ্যমে ভয়-ভীতি ও হতাশার পরিবেশ সৃষ্টি করা, মানবাধিকার হরণের প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টা দেখা গেছে। এগুলো অত্যন্ত গভীর উদ্বেগের বিষয়।

তাদের এসব প্রচেষ্টা, বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিংসা ও অত্যাচারের ঘটনা, ধর্মীয় প্রতীক যেমন গির্জা ও হিজাবের উপর আক্রমণ, সংখ্যালঘু ধর্মে নতুন

ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের মধ্যে ভয়-ভীতি এবং আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য আইন প্রণয়ন করা – এসব কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং তাদের পরিকল্পিত এবং সংগঠিত প্রচেষ্টার একটা অংশমাত্র।

এই লক্ষ্যে এসআইও ইসলামিক মৌল নীতিমালার ভিত্তিতে ছাত্র এবং যুবকদের এ সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। এর পাশাপাশি এসআইও গবেষণা এবং প্রচারণার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সমাজের ইনসাফ প্রিয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণে উজ্জীবিত করবে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার ও ধর্মের স্বাধীনতার সুরক্ষার নিমিত্তে প্রাসঙ্গিক বর্তমান প্রচলিত আইন বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করা এবং তার সংশোধনের লক্ষ্যে প্রস্তাবনার দাবি রাখে। সেই সাথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সহ শান্তি ও সুবিচারের পরিবেশ তৈরির উদ্যোগ আমাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উল্লিখিত বিষয়কে সামনে রেখে এসআইও জাতীয়, রাজ্য ও স্থানীয় পর্যায়ে ইস্যুগুলো উত্থাপন করবে এবং সমাধানের চেষ্টা করবে।

এসআইও ইসলামের মৌলিক নীতিমালার আলোকে, পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে ছাত্র ও যুব সমাজকে সংবেদনশীল করে তুলবে।

দুনিয়াজুড়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সম্পদের ধ্বংস ও সংহতিনাশ বা ভারসাম্যহীনতার (disruption) ফলে পরিবেশগত সংকট ও অধঃপতন বিশ্বের সামনে একটি কঠিন এবং জ্বলন্ত সমস্যা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রকৃতিগতভাবে এটা শুধু পরিবেশগত সমস্যা নয় বরং একটি অত্যন্ত জটিল বিষয় যার সাথে আদর্শিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভ্রান্তি জড়িয়ে আছে। পৃথিবীকে বাসস্থান (ইমারাতুল আর্দ) হিসাবে ইসলামী ধারণায় এসআইও ইসলামী মৌলিক ভাবধারার উপর ভিত্তি করে বিকল্প ন্যারেটিভ প্রস্তুতির জন্য ছাত্র-যুবকদের সংবেদনশীল করে তুলবে। সাথে সাথে মানুষ এবং পরিবেশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যুক্তিপূর্ণ দাবি জানাবে। এসআইও তার কর্মীদের মাঝে নাগরিক কর্তব্য সুলভ ধ্যানধারণা (civic sense) গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। প্রয়োজন অনুসারে, সংগঠন সমাজের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট শ্রেণি-গোষ্ঠী এবং পরিবেশের উপর কর্মরত সংগঠনের সাথে বৃহত্তর সংযোগ ও সমন্বয় তৈরি করবে। রাষ্ট্র, পলিসি এবং সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত পরিবেশগত বিষয়গুলো সম্বোধন করবে।

সংগঠন শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঠিক মেজাজ ছাত্র যুবদের মধ্যে উন্নত সাধনের চেষ্টা করবে। যাতে করে বৃহত্তর পর্যায়ে ইসলামের মূল্যবোধগুলো উপস্থাপিত করা যায়। এই উদ্দেশ্যে, ছাত্র এবং যুবদের সৃজনশীল সক্ষমতা ও কৌশলের বিকাশে নজর প্রদান করা হবে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন আল-জামিল (সবচাইতে সুন্দর) এবং সৌন্দর্যের উৎস একমাত্র তিনিই! তিনি জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সৌন্দর্যের উপায়-উপকরণ দিয়ে সুসজ্জিত করেছেন এবং মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ প্রদান করেছেন। শিল্পকলা এবং সাহিত্য নান্দনিকতা প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। এগুলোর মাধ্যমে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রস্ফুটিত হয়। ইসলামী আদর্শের সাথে সংযুক্ত সৃজনশীল মেধা সম্পন্ন জনগণের উচিত প্রতিভার বিকাশের মাধ্যমে মূল্যবোধ সম্পন্ন শিল্পকলা এবং সাহিত্য রচনা করা। এক্ষেত্রে সংগঠন, তার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও প্রভাববলয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তার কর্মীবাহিনীকে

সাংস্কৃতিক উপায়-উপকরণ তৈরি ও ব্যবহারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে।

এসআইও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জগুলো বস্তুনিষ্ঠভাবে মোকাবিলা করবে। বিশেষত ডিজিটাল আসক্তির উপর নজর দেবে এবং বিভিন্ন গ্যাজেট (gadget) ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে উজ্জীবিত করবে। সংগঠন তথ্য গোপনীয়তা (data privacy) ও নজরদারির (surveillance) প্রয়োগের বিষয়ে সচেতন থাকবে। এ সকল প্রভাবশালী বিষয়গুলো সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবে।

সংগঠন স্বীকার করে যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) আমাদের শেখার বিষয়, যা দাওয়াতের বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং অন্যান্য গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। অন্যদিকে স্মার্টফোনের (ডিজিটাল ডিভাইস) প্রতি আসক্তি এবং অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে অনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক নানাবিধ সমস্যা তৈরি করেছে। এ ব্যাপারে, সংগঠন নৈতিক অনুভূতিশীলতা গড়ে তুলবে। গঠনমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব প্রদান করবে।

ডিজিট্যাল আসক্তি এবং অত্যধিক স্ক্রিনে সময় প্রদান আমাদের মন সংযোগের অভাব, নিদ্রাহীনতা ও অস্বাস্থ্যকর আচরণের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই সমস্যা নিরসনের জন্য, সংগঠন ডিজিট্যাল আসক্তির নির্দয়তা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলবে এবং গ্যাজেট ব্যবহারের নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্পর্কে বলতে গেলে, গোপনীয়তার উদ্বেগের কথা সবার আগে বলতে হয়। তথ্য চুরি ও গোপনীয়তা ধ্বংস করে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো জনগণকে শুধুমাত্র তাদের নিজেদের স্বার্থের পণ্যে পরিণত করেছে। এই বিষয়ে সংগঠন রাষ্ট্রের নজরদারি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থের কথা তুলে ধরবে।

কিশোর অঙ্গন সদস্যদের মনস্তত্ত্ব মাথায় রেখে, বিশেষত ইসলামের প্রতি ভালবাসা, চরিত্রের উন্নয়ন, মেধার পরিচর্যা এবং সংগঠনের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার আগ্রহ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাবে।

কিশোরদের মেধা, সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও পরিচর্যা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাদের মেধার বিকাশের জন্য, শিশুদের বয়স, স্বভাব-প্রকৃতি এবং মনস্তত্ত্ব মাথায় রেখে প্রত্যেক জোন, স্থানীয় সংগঠন (ইউনিট), শিক্ষাঙ্গন এবং শিক্ষাঙ্গনের বাইরে শিশুদের উপযোগী প্রোগ্রামের ব্যাপারে বিশেষ নজর প্রদান করবে। এ সকল কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে, শিশুদের ইসলামের প্রতি গভীর ভালবাসা, চরিত্রের উন্নয়ন, সৃজনশীলতার বিকাশ সাধন, সুপ্ত প্রতিভার উন্নয়ন এবং শিক্ষাগত উৎকর্ষতাকে উৎসাহিত করা হবে। বর্তমান সময়ে, শিশু-কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আমাদের অবশ্যই এ বিষয়ে নজর প্রদান করতে হবে। তাদের অনুভূতি এবং উপলব্ধি শক্তি গঠনে সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই লক্ষ্যে, বিশ্বব্যাপী সহজলভ্য কন্টেন্ট সংগ্রহ করা এবং নতুন কন্টেন্ট তৈরি ও সরবরাহের উপর সংগঠন নজর প্রদান করবে। সংগঠনে কিশোর অঙ্গন কর্মীদের অন্তর্ভুক্তকরণের প্রতি সচেতন থাকবে এবং তাদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

এসআইও তার কর্মসূচির মধ্যে সম্প্রসারণ ও মজবুতিকরণের প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করবে যেন সংগঠনের বার্তা তথা আহ্বান ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে প্রসারিত হয়। সংগঠনের প্রভাব বিস্তারের বলয় যেন সম্প্রসারিত হয় এবং কর্মীদের মধ্যে সাংগঠনিক সচেতনতা, আদর্শিক ঐক্য ও নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি নিষ্ঠা তৈরি হয়। এ ব্যাপারে সংগঠন নির্বাচিত কিছু এলাকায় বিশেষ নজর প্রদান করবে।

ছাত্র এবং যুবদের মধ্যে দ্বীনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, সংগঠন তার প্রভাব বলয় বৃদ্ধি করবে এবং বৃহৎ অংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করবে। সৃজনশীলতা, অভিনবত্ব ও উৎকর্ষতা হবে কার্যক্রমের মূল চালিকাশক্তি। তাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনে নতুন নতুন ক্ষেত্র ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। দেশের যে সমস্ত জায়গায় (রাজ্য, জেলা, শহর ও স্থানীয় পর্যায়ে) সংগঠন তুলনামূলকভাবে দুর্বল অবস্থানে রয়েছে সেখানে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হবে

সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে সাংগঠনিক সচেতনতা, শৃঙ্খলা ও শিষ্টাচারের প্রতি নিষ্ঠা ও আদর্শিক ঐক্য থাকা জরুরি। উপরন্তু সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য অনুসরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় সক্রিয় থাকার বিষয়ে সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং ঘোষিত মিশনের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা, পারস্পরিক সম্পর্ক, দয়া মায়া, আন্তরিকতা, ত্যাগ ও কুরবানি এবং সংকল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে। একটি স্বাস্থ্যকর সাংগঠনিক সংস্কৃতি কায়েমের প্রচেষ্টা করা হবে, যাতে করে কর্মীবৃন্দের মধ্যে নেতৃত্বের আনুগত্য, সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা, নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি একাত্মতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও উদারতার পরিবেশ আরও মজবুত হয়। এ বিষয়ে বিশেষভাবে স্থানীয় পর্যায়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচি এবং নির্দেশিকা

তাযকিয়া

➤ ইউনিট পর্যায়ে আবশ্যিকরূপে কুরআন রিডিং সার্কেলের ব্যবস্থা করতে হবে।
➤ প্রত্যেক সদস্য কুরআনের সঙ্গে মজবুত ও সক্রিয় সম্পর্ক গড়ে তুলবে। এ ব্যাপারে তারা সিরাত ও হাদিস থেকে উপকৃত হওয়ার সচেতন প্রচেষ্টা করবে।
➤ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সদস্যদের ব্যক্তিগত জবাবদিহির ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করবে।
➤ ইসলামী আন্দোলনের মৌলিক আদর্শের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এমন সাহিত্য অধ্যয়নের উপর সদস্যরা মনোনিবেশ করবে।
➤ সদস্যদের অভ্যাস করা উচিত প্রতিদিন মাসনুন যিকির-আযকার করা। এর জন্য, ‘মাসুরাত’ ও ‘হিসনুল মুসলিম’ এর মতো বইয়ের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে।
➤ জাতীয় পর্যায়ে ইনফাক সপ্তাহ পালন করা হবে।
➤ জাতীয় পর্যায়ে তাযকিয়া ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হবে।
➤ রাজ্য নেতৃত্বের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে।
➤ মারকায মুদাররিস-এ কুরআন কোর্সের ব্যবস্থা করবে।
➤ মারকায স্টাডি CAC এবং রাজ্যগুলো চেষ্টা করবে তাদের সংশ্লিষ্ট রাজ্যে স্টাডি ZAC - এর আয়োজন করার।
➤ তাযকিয়া গাইড প্রস্তুত করা হবে। প্রত্যেক সদস্যকে এর ভিত্তিতে ব্যক্তিগত তাযকিয়া পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হবে।
➤ গুলু-ফিদ-দ্বীন (দ্বীনে অতিরঞ্জন করা) এর বিষয়টির উপর নজর দেওয়া হবে।

যৌনতা সম্পর্কিত নৈতিকতা

➤ যৌনতা সম্পর্কিত ও মনস্তাত্ত্বিক নানা জটিলতা সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে ক্যাম্প পরিচালনা

করা হবে।
- নির্বাচিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে।
- বিবাহ পূর্ব ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে।
- যৌনতা সম্পর্কিত সচেতনতা এবং মনস্তাত্ত্বিক ইস্যু সম্পর্কিত ম্যাটেরিয়ালস্ তৈরি করা হবে।
- ইউথ হেল্পলাইন অব্যাহত রাখা হবে।
- মানসিক সুস্থতা ফোরামকে (Mental Wellness Forum) শক্তিশালী করা হবে।

ইসলামী চিন্তাধারা

- ZAC সদস্যদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি শিবিরের আয়োজন করা হবে।
- ইসলামিক চিন্তাধারার বিভিন্ন বিষয়ে মারকায ওয়ার্কশপ ও বক্তব্যের ব্যবস্থা করবে।
- ইসলামিক চিন্তাধারার উপর অ্যাকাডেমিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হবে।
- ইসলামিক চিন্তাধারায় কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবে।

দা'ওয়াত

- কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দা'ওয়াহ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হবে।
- ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা উপলব্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির ব্যবস্থা করা হবে।
- নির্বাচিত ব্যক্তিদের দাওয়াতি কাজের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
- স্থানীয় ও রাজ্য পর্যায়ে দাওয়াতি কর্মসূচির উপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে। যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা ভিজিট এবং বাড়িতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দাওয়াত উল্লেখযোগ্য।
- ভারতীয় বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা উপলব্ধির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন উপকরণ প্রকাশ করা হবে এবং নতুন প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করা হবে।

কর্মদক্ষতা নির্মাণ

- স্বনির্ভরশীলতার উদ্যোগকে ('InQhab') আরও মজবুত করা হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রবণতাকে আরও উজ্জীবিত করার জন্য স্থানীয় এবং রাজ্য পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচির ব্যবস্থা করা হবে।
- নির্বাচিত বিভাগের কর্মদক্ষতা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কর্মসূচি সিরিজের ব্যবস্থা করা হবে।

ইসলামী জ্ঞানের দর্শন

- রিসার্চ স্কলার এবং নির্বাচিত ছাত্রদের নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক (Episteme) কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

শিক্ষা

➤ মুসলিমদের শিক্ষাগত অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হবে।
➤ ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর (IKS) একটা সেমিনার বা সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা হবে।
➤ একটি ইতিহাস কনফারেন্সের আয়োজন করা হবে।
➤ ইতিহাস সামিটের (Summit) ব্যবস্থা করা হবে।
➤ শিক্ষার অধিকারের (RTE) উপরে গবেষণা করা হবে।
➤ 'পার্লামেন্টারি ওয়াচ' - এর প্রকল্প অব্যাহত রাখা হবে।

শিক্ষাঙ্গন

➤ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে এসআইও সামাজিক কল্যাণকর ও অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
➤ স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাবে।
➤ CERT এবং CCS এর সহযোগিতায় একাডেমিক সেমিনারের ব্যবস্থা করা হবে।
➤ শিক্ষাঙ্গনে 'বিশ্ববিদ্যালয় ধারণা' লেকচার সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে।
➤ জাতীয় পর্যায়ে ক্যাম্পাস লিডারদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হবে।
➤ পেশাদার শিক্ষাঙ্গনগুলোর জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

দ্বীনি মাদ্রাসা

➤ দ্বীনি মাদ্রাসা সামিটের ব্যবস্থা করা হবে।
➤ 'ইস্তে'দাদ' সিরিজ অব্যাহত রাখা হবে।

জনসংযোগ ও মিডিয়া

➤ জাতীয় পাবলিক রিলেশন এবং মিডিয়া ওয়ার্কশপ করা হবে।
➤ রাজ্য পর্যায়ে বিকল্প মিডিয়ার উপর প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হবে।
➤ হিন্দি মিডিয়ার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে এবং হিন্দিভাষী এলাকায় বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

পরিবেশ

➤ পরিসর সংবাদ (Parisar Samvad)-কে আরও মজবুত করা হবে।

শিল্পকলা এবং সংস্কৃতি

➤ 'আন নূর' সাহিত্য উৎসব, ২.০ উদ্‌যাপিত হবে।

প্রযুক্তিবিদ্যা

➤ প্রযুক্তিবিদ্যার উপর কনটেন্ট প্রকাশ করা হবে।

সংগঠন

➤ জাতীয় পর্যায়ে SMC (নির্বাচিত সদস্য শিবির) এর আয়োজন করা হবে।
➤ উত্তর পূর্ব ভারতের জন্য SMC (নির্বাচিত সদস্য শিবির) এর আয়োজন করা হবে।
➤ পলিসি এক্সপ্লানেশন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে।
➤ NRM (National Review Meet) - এর ব্যবস্থা করা হবে।
➤ সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির উপর বিশেষ নজর প্রদান করা হবে। এর জন্য ফোকাস জোনগুলোতে নানা ধরনের কর্মসূচি পালন করা হবে।
➤ জেএসি (JAC) অর্গানাইজারদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে।
➤ উত্তর-পূর্ব ভারতে সংগঠন তার সম্প্রসারণ ও মজবুতিকরণের উপর বিশেষ মনোযোগ প্রদান করবে।

রাজ্যের কর্মসূচী ও নির্দেশিকা ২০২৫-২৬

তাযকিয়া

- রাজ্যের তত্ত্বাবধানে জেলা পর্যায়ে প্রতি ৪ মাস অন্তর সদস্যদের নিয়ে Personality Development Camp (PDC) আয়োজন করা হবে।
- প্রতিটি ইউনিট/সার্কেল সপ্তাহে কম পক্ষে ১ দিন Quran Study Circle কায়েম করবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে মসজিদ ও মক্তব কেন্দ্রীক Quran Learning Centre পরিচালনা করা হবে।
- জেলার তত্ত্বাবধানে স্থানীয় পর্যায়ে সকল স্তরের কর্মীদের নিয়ে ত্রৈমাসিক তাযকিয়া ক্যাম্প করা হবে।
- সারা রাজ্য জুড়ে ইনফাক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হবে।
- সংগঠনের সদস্যরা বাধ্যতামূলকভাবে Personal Report Book পূরণ করবে। প্রত্যেক সদস্য ব্যক্তিগত বাৎসরিক পরিকল্পনা তৈরি করবে।
- সংগঠনের কর্মীরা ব্যক্তিগত স্তরে দাওয়াতি কাজের লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালাবে।
- রাজ্য পর্যায়ে অনলাইনে Quran Learning Course পরিচালনা করা হবে।

ইসলামিক চিন্তাধারা ও বুদ্ধিভিত্তিক উৎকর্ষতা

- Study ZAC পরিচালনা করা হবে।
- গবেষণাতে আগ্রহী পড়ুয়াদের নিয়ে রাজ্য স্তরে কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

যৌনতা সম্পর্কিত নৈতিকতা

- রাজ্য পর্যায়ে Sexual Morality & Psychological Issue বিষয়ক প্রচার অভিযান পরিচালনা করা হবে।
- Sexual Morality & Psychological Issue বিষয়ক কন্টেন্ট তৈরি করা হবে।

কর্মদক্ষতা নির্মাণ

➤ Framing Academia -এর মাধ্যমে রাজ্য ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সোশ্যাল সায়েন্সে ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
➤ কেন্দ্র ও রাজ্যের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে সচেতনতা অভিযান চালানো হবে।
➤ সংগঠন অর্থনৈতিক সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবে।
➤ বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক সমস্যা সমাধানের জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা চালাবে।
➤ ইস্যু ভিত্তিক জনমত গঠন করার লক্ষ্যে সংগঠনের কর্মীদের প্রস্তুতের প্রচেষ্টা করা হবে। ।

কিশোর অঙ্গন

➤ জেলার তত্ত্বাবধানে স্থানীয় পর্যায়ে কিশোর অঙ্গন Personality Development Camp (PDC) আয়োজন করা হবে।
➤ কিশোর অঙ্গনদের জন্য মননশীল ও যুগোপযোগী কন্টেন্ট সরবরাহ করা হবে।
➤ কিশোর অঙ্গনদের জন্য সিলেবাস বুক তৈরি করা হবে।
➤ প্রতি চার মাস অন্তর আগামী পৃথিবী পত্রিকা প্রকাশ করা হবে।
➤ জেলার তত্ত্বাবধানে কিশোর অঙ্গন স্কুল আয়োজন করা হবে।
➤ স্থানীয় পর্যায়ে কিশোর অঙ্গনদের প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বৈচিত্রপূর্ণ কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।

দ্বীনি মাদ্রাসা

➤ বাছাইকৃত দ্বীনি মাদ্রাসাকে ‘মডেল মাদ্রাসা ইউনিট’ হিসেবে গড়ে তোলা হবে।
➤ রাজ্য পর্যায়ে একটি দ্বীনি মাদ্রাসা ক্যাডারস্ ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে ।
➤ দেশের স্বনামধন্য দ্বীনি মাদ্রাসায় ছাত্রদের ভর্তির জন্য সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধ করা হবে।
➤ জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে দ্বীনি মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

শিক্ষাঙ্গন

➤ ছাত্র সংসদ নির্বাচন চালু করার লক্ষ্যে সংগঠন ছাত্রমত (Student Opinion) গঠনের প্রচেষ্টা চালাবে।
➤ সারা রাজ্যব্যাপী ক্যাম্পাস ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হবে।
➤ রাজ্যের তত্ত্বাবধান জেলা পর্যায়ে ক্যাম্পাস ক্যাডারস্ মিট আয়োজন করা হবে।
➤ রাজ্যের মিশনগুলিতে সাংগঠনিক কাজ সম্প্রসারণের উপর বিশেষ নজর দেয়া হবে।
➤ রাজ্য পর্যায়ে মিশন স্টুডেন্টস্ ক্যাম্প আয়োজন করা হবে।

- রাজ্য পর্যায়ে Law Unit গঠন করা হবে।
- সংগঠন বিভিন্ন ছাত্রসেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করবে। যেমন –
    - পরীক্ষা প্রস্তুতি শিবির
    - পরীক্ষা প্রস্তুতি টিপস্
    - শিক্ষা ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স ক্যাম্প
    - মেধাবী সংবর্ধনা সভা
    - স্কলারশিপ হেল্প লাইন
    - ভর্তি সহায়তা কেন্দ্র
    - বুক ব্যাংক, নোট ব্যাংক

নোডস্

- মেডিকেল ইউনিটকে একটি Nodes-এ উন্নীত করা হবে।
- পরিসর সংবাদ (Parisar Samvad) গঠনের লক্ষ্যে সংগঠন কাজ করবে।
- Bengal Track Force (BTF) লঞ্চ করা হবে।

শিক্ষা

- রাজ্য জুড়ে Education Movement পরিচালনা করা হবে।
- শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সংগঠন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে।
- মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলিম শিক্ষার হালহকিকত জানতে সমীক্ষা চালানো হবে।
- পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্বাচিত শ্রেণীর ইতিহাস পাঠ্য পুস্তক পর্যালোচনা করা হবে।

দাওয়াত

- রাজ্য পর্যায়ে ‘Understanding West Bengal’ কোর্স পরিচালনা করা হবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে দাওয়াতি কাজের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে – Know Your Neighbour, Masjid visit, দাওয়াতি ইফতার মজলিশ, গ্রুপ ট্যুর ইত্যাদি।

সামাজিক সুবিচার

- সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এসআইও তার সমভাবাপন্ন সংগঠনের সঙ্গে যৌথ প্রয়াস চালাবে।
- শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণ নীতি যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সংগঠন আন্দোলন অব্যাহত রাখবে।

পরিবেশ

- স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সংগঠন সার্বিক প্রচেষ্টা চালাবে ।
- রাজ্য জুড়ে পরিবেশ সচেতনতা অভিযান পরিচালনা করা হবে।

জনসংযোগ এবং মিডিয়া

➤ রাজ্য এবং জেলা পর্যায়ে ইস্যু ভিত্তিক প্রেস রিলিজ দেওয়া হবে।
➤ রাজ্যের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়া গাইডলাইন প্রদান করা হবে।
➤ আগামী বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে 'স্টুডেন্টস্ ম্যানিফেস্টো' প্রকাশ করা হবে।

প্রযুক্তিবিদ্যা

➤ সংগঠন তথ্য প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব এবং ডিজিট্যাল আসক্তির মোকাবিলায় কন্টেন্ট প্রকাশ করবে।
➤ গঠনমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য রাজ্য পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

সম্প্রসারণ এবং মজবুতিকরণ

➤ রাজ্য নির্বাচিত কিছু জেলায় কাজের সম্প্রসারণ ও মজবুতির লক্ষ্যে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করবে।
➤ জেলা ও ব্লক নতুন এলাকায় সংগঠনের শাখা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালাবে।
➤ সারা রাজ্য জুড়ে অ্যাসোসিয়েট মেকিং ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হবে।

শিল্পকলা ও সংস্কৃতি

➤ তামাদ্দুন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে।
➤ জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে তামাদ্দুন শিল্পীগোষ্ঠী বিভিন্ন সামাজিক ও ইসলামিক আচার- অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।

সংগঠন

➤ প্রতি মাসে একটি সাপ্তাহিক ইজতেমায় Membership/Post Membership সিলেবাস অধ্যয়ন করতে হবে।
➤ জেলা পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে Selected Workers Camp করতে হবে।
➤ রাজ্য পর্যায়ে Applicants Members Camp করা হবে।
➤ রাজ্য পর্যায়ে Selected Members Camp (SMC) করা হবে।
➤ রাজ্য পর্যায়ে District Leaders Camp করা হবে।
➤ রাজ্যের তত্ত্বাবধানে জেলা পর্যায়ে Local Leaders Camp করা হবে।
➤ 'স্টুডেন্টস্ সেন্টার প্রজেক্ট' কালেকশন ড্রাইভ পরিচালনা করা হবে।
➤ সারা রাজ্য সদস্য সম্মেলনের আয়োজন করা হবে।